সম্পূর্ণ সত্যি ঘটনা

সতী নুরজাহানের

ইজ্জত রক্ষা ও

ময়না পাখীর সাক্ষী

কবি —জেহেরউদ্দীন মোল্লা ও

প্রকাশক—মণীন্দ্রমোহন পণ্ডিত

গ্রাম মিরাবাজার, পোষ্ট পলাশী

জেলা—নদীয়া

মূল্য দশ পয়সা

—: কবিতা আরম্ভ :—

শোনেন বন্ধুগণে বর্ত্তমানে অদ্ভুত এক ঘটনা,
দিল ময়না পাখী মামলায় সাক্ষী কবিতার বর্ণনা।
কথা মিথ্যা নয় ২ সত্যি হয় রাখিবেন স্মরণ,
ময়না পাখী কথা বলে জানে অনেকজন।
ঘটনা হুগলী জেলা ২ চণ্ডীতলা থানার অধীনে,
গ্রামের নাম শ্রীনাথপুর রাখবেন সবাই মনে।
ছিল এক জমিদার ২ নামটি তার জেকেরালী মিয়া,
ছোট ভাই তার ছাদেকালী আই-এ পাশ করিয়া।
তিনি বেড়ায় ঘুরে ২ খাচায় পুরে ময়না পাখী পুষে,
দিবানিশি পাখীটাকে অতি ভালবাসে।
পাখীকে শেখায় বুলি ২ ছাদেকালী করিয়া যতন,
বাংলা হিন্দী ভাষা পাখী করে উচ্চারণ।
বলে জেকের মিয়া ২ রাগ করিয়া ছাদেক তুমি শোন,
পাখী কি তোমার খোরাক করিবে বহন।
নাইকো জমিদারী ২ চিন্তায় মরি সংসার চলিবে কিসে,
কোন চাকরী দেখ না নিলে চলবে পাখী পুষে।
লক্ষীছাড়ার মত অবিরত ঘুরে বেড়াও কেনে,
ভাইয়ের রাগ দেখিয়া ছাদেকের ঘৃণা হল মনে।
পরদিন ভোরবেলাতে ২ বাড়ী হইতে রওনা হইল,
প্রাণের পাখী ময়না পাখী সঙ্গে করে নিল।
গেল মেদিনীপুরে ২ বেড়ায় ঘুরে চাকরী নাহি মিলে,
ছাদেকালী চিন্তা করে বসে গাছের তলে।
বলে খোদার তরে ২ অন্তরে করিয়া ভাবনা,
সর্ব্বজীবের খোরাক চালাও তুমি পাক পরওয়ানা।
রুজির মালেক শুনি ২ দিন গণি পাক পরওয়ার,
তুমি ভিন্ন এ সংসারে কেহ নাহি আর।

আমি বলিব ২ কোথায় যাব ভেবে না পাই কূল,
অকূলের কাণ্ডারী তুমি সর্ব্বজীবের মূল।
তখন কাঁদিতেছে ২ খোদার কাছে ছাদেক তখন,
স্কুল হতে একটি মেয়ে আসিল তখন।
বয়স তার হবে বার ২ কিংবা তের তার বেশী নয়,
পূর্ণিমার ওই চাঁদের মত অঙ্গের শোভা হয়।
মেয়ের নাম নূরজাহান ২ পড়ে কোরাণ নম্রতা স্বভাব,
চলন ফিরণ দেখলে বোঝায় সতীত্বের ওই ভাব।
নূরজাহান আসছে বাড়ী ২ তাড়াতাড়ি বেলা বারটায়,
রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়ায় গাছের তলায়।
মেয়েটি দেখতে পেল ২ খাঁচায় ছিল ঐ যে ময়না পাখী,
ছাদেকালীর অশ্রু ভরা দেখল দুটি আঁখি।
পাখী কয় মেয়েটিরে কাতর স্বরে কি দেখছ আম্মাজান,
কিছু খোরাক দিয়ে আজ আমাদের রক্ষা কর প্রাণ।
আজ অনাহারে ২ তিনদিন ধরে এই টাউনে ঘুরি,
পিতা আমার ছাদেক আলি না পায় চাকুরী।
মেয়ে তাই শুনিয়া ২ বাড়ী গিয়া মায়রে শুনায়,
দেখলাম পাখী সহ একটি ছেলে বসে গাছতলায়।
আছে উপবাসে ২ তিন দিন সে কিছু নাহি খায়,
ময়না পাখী আমার কাছে খোরাক মাগে চায়।
যদি খোরাক বিনে ২ মরে প্রাণে ঐ বিদেশী ছেলে,
খোদার কাছে গুণাগার হবে বুঝি দেখা দিলে।
মায়ের মুখের বাণী ২ মা জননী শুনে তখন কয়,
ছেলেটিকে ডেকে আন আমারি আলয়।
মেয়ের বাক্য শুনে ২ যায় তখনে বিবি নূরজাহান,
ছাদেক আলিকে ডেকে এনে বসতে দেয় বিছান।

বসায় বৈঠকখানায় ২ দেখতে পায় নুরজাহানের মায়,
আলো করেছে ঘরখানায় ছেলের চেহারায়।
তখন ভাবে মনে ২ ছেলের সনে মেয়েকে বিয়ে দিব,
বিয়ে দিয়ে মেয়ে জামাই ঘরেতে রাখিব।
ধারণা এই করে ২ ছাদেকেরে করে জিজ্ঞাসন,
বিদেশেতে তুমি বাবা এলে কি কারণ।
বলে ছাদেকালী ২ শোনেন বলি ওগো আম্মাজান,
বিদেশেতে করতে এলাম চাকুরীর সন্ধান।
কথা বলে যখন ২ এল তখন নুরজাহানের পিতা,
নামটি তাহার কাদের গনি শোনেন যত শ্রোতা।
ছিল শ্রেষ্ঠ ধনী ২ কাদের গণি করেন যে কারবার,
সোনা চাঁদির ব্যবসা ছাড়া ব্যবসা নাই আর।
গিন্নী বলিতেছে ২ স্বামীর কাছে শুন প্রাণনাথ,
তিন দিন ঐ ছেলের পেটে নাই যে ভাত।
আই-এ পাশ করে ২ পাখী লয়ে করে দেশ ভ্রমণ,
চাকুরী জন্য এল ছেলে মেদিনীপুরে এখন।
বলে কিসের খুসে ২ শুন গিন্নী মোদের ভাগ্যবলে,
নুরজাহানের জোড়া খোদা দিয়েছে মিলায়ে।
ছাদেককে বলে বাবা ২ কোথা যাবা চাকুরী করিবারে,
আছে কত কর্ম্মচারী আমারই আণ্ডারে।
তাদের খাটাইবা ২ হিসাব নিবা থাক বাড়ীতে,
আমার যত খাতাপত্র বুঝি নিবা হাতে।
কথাটি বলে যখন ২ শুনে খুসী হল ছেলে,
ছাদেক বলে দুঃখ খোদা গেল আমার চলে।
কারবার বুঝে নিল ২ শান্তি পেল ছাদেক মনেতে,
ছয়মাস পরে বিবাহ হয় নুরজাহানের সাথে।

এসব বিধির খেলা ২ যায় না বলা একটি বছর পুরে,
ছাদেক আলি চিঠি লেখে বড় ভাইয়ের তরে।
আছে কি অবস্থায় হাওড়া জেলা জোসেফ আলি মিয়া,
তার দিন যাচ্ছে অতি কষ্টে সংবাদ পাইয়া।
শ্বশুরকে বলে তখন ২ আমার মন উতলা হয়েছে,
বড় ভাই জেকেরালী কষ্টেতে পড়েছে।
সংবাদ পাওয়া গেছে ২ আপনার কাছে জানাই নিবেদন,
আমার ভাইয়ের সাথে করব দেখা বিদায় দেন এখন।
শুনে কাদের গণি ২ বলে তখনি যাওনা বাছাধন,
খোদা তোমাদের সুখে রাখুন এই নিবেদন।
শুনে ছাদেক মিয়া ২ সালাম দিয়া শ্বশুরের পায়ে,
স্বামী স্ত্রীতে রওনা হল সেই পাখীটি লয়ে।
গেল ষ্টেশন ঘরে ২ মেদিনীপুরে ছাদেক আলি মিয়া,
ফাষ্ট ক্লাসের করল টিকিট নোট ভাঙ্গাইয়া।
দুজনে চলে গেল ২ রাত্র বাজিল বারটা যখন
রামনগর ষ্টেশনে তখন নামিল দুজন।
তারপর পানশী ঘাটে ২ গিয়ে দেখে নৌকা একখানা
নৌকার উপর বসে আছে মাঝি পাঁচজনা।
মাঝি পচাই বলে ২ হায়রে হায় নুরজাহানকে দেখে
রূপেতে মোহিত হয়ে ছাদেককে কয় ডেকে।
আপনি যাবেন কোথা ২ রাত বারটায় দেখি নদীতটে
ছাদেক বলে যাব আমি রঘুনাথপুর ঘাটে।
ভাড়া চুক্তি হল ২ টাকা তখন করিল গমন
নৌকায় উঠে ছাদেক আলি করিল শয়ন।
সঙ্গে নুরজাহান ২ নিদ্রা যান জেগে নাহি রয়
দুই মাঝি পচাই সর্দার এদিক ওদিক চায়।

মাঝিরা দাঁড় মারে ২ ভীষণ জোড়ে নৌকা চলে,
মাইল পাচেক দূরে গিয়া পচাই মাঝি বলে।
শুন সঙ্গীগণ ২ আজিকার খুন যাহা কিছু পাবে,
টাকা পয়সা সোনা দানা তোমরা সব নিবে।
আমি ভাগ নেবনা ২ এই বাসনা জাগিছে অন্তরে,
এই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যাব আপন ঘরে।
তখন দুষ্টের দলে ২ সবাই মিলে ছাদেককে ধরিল,
সে যে রশি দিয়ে হস্ত পদ বন্ধন করিল।
ধরে সবাই মিলে ২ গভীর জলে দিল বির্সজ্জন,
এদিকে ঘুমায়ে স্বপ্ন দেখে বিবি নুরজাহান।
স্বপ্ন যা দেখল ২ সত্যি হল কাছে নাই তার পতি,
পতির শোকে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে পড়ে সতী।
বলে মালেক নাহি ২ গতি নাই তুমি ভিন্ন আর,
সতীর ধর্ম্ম রক্ষা কর পাক পরওয়ার।
পচাই বলে আমার ২ বাড়ী যাবে সুখে রবে কেঁদনা কেঁদনা
তোমার গায়ে দিব একশ ভরি সোনার গহনা।
দুষ্টের কথা শুনে ২ সতীর প্রাণে লাগিয়াছে আঘাত,
সতী কাঁদে খোদার কাছে স্বামী কর সাথ।
তুমি অন্তর্যামী ২ জগৎ স্বামী জগতের সার,
পরেছি আজ ঘোর বিপদে করগো উদ্ধার।
তাই আরাধনা ২ পাক পরবানা করিলে কবুল,
মাঝি মাল্লার দিকবিদিক হয়ে গেল ভুল।
যাবে কোন দিকে ২ কুয়াশাতে আচ্ছন্ন হয়েছে,
নদীর ভিতর প্রবল বেগ বন্যা উঠে গেছে।
নৌকার দাঁড় ছিড়ে ২ তুফান পড়ে মাঝিরা চারজন,
জড়াজড়ি করে শেষে হারাল জীবন।

দেখে পচাই মাঝি ২ ভয়ে পাজী অবাক হয়ে রহিল,
ক্রমে ক্রমে নৌকাখানি কুলেতে ভিড়িল।
এদিকে জেকেরালী ২ বলাবলি বাড়ী বসে করে,
আজ ছাদেকালী আসবে বাড়ী চিঠি লিখেছে মোরে।
কথা বলার পরে নদীর তীরে এল জেকের মিয়া,
দেখে ঘাটে পান্সী নৌকা রয়েছে ভিরিয়া।
মাঝি হাল ধরে রয় ২ কয়না কথা মুখখানা তার ভার,
জেকেরালী দেখে ময়না পাখী ডাকে বার বার।
বলে ও চাচাজান ২ বাপজানের প্রাণ মাঝিরা মেরেছে,
নেমে ভেতরে এসে দেখুন মা বসে কাঁদছে।
পাখী ডাকে যখন ২ এল তখন জেকেরালী মিয়া,
বলে এই পাখীকে সঙ্গে লয়ে ছাদেকে যায় চলিয়া।
হায়রে কি সর্ব্বনাশ ২ ছাদেকের লাশ কোথা ভেসে গেল,
ভাই বলিয়া জেকেরালী কেঁদে আকুল হল।
সঙ্গে যারা ছিল ২ জানাইল প্রতিবেশীদেরে,
চৌকিদার আর দফাদার বাঁধে ঐ মাঝিরে।
লয়ে বাড়ীর পরে ২ মারপিট করে লোকজন জুটিয়া,
ময়না পাখীর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া।
শুনে হায় হায় ছাদেকের কিবা গতি হয়,
কবি জেহেরউদ্দীন ভেবে বলে সবই ধর্ম্মের জয়।
ছাদেক ভাসিয়া যায় ২ ভোরবেলাতে লাগে থানার ঘাটে,
ভোরবেলায় থানার লোক এল নদী তটে।
লাসকে দেখতে পেল ২ কাছে গেল গিয়ে তখন দেখে,
মরার চিহ্ন নাইকো লাসে নিঃশ্বাস চলে নাকে।
খোদায় বাঁচায় যারে ২ মারতে তারে কেহ নাহি পারে,
আয়ু থাকতে এ সংসারে কেহ নাহি মরে।

স্কুলে পড়ত যখন ২ ছাদেক তখন সাঁতার শিক্ষা করে,
চব্বিশ ঘন্টা থাকত নিজের হাত পা বাঁধা করে।
এইরূপ সাতার দেখে ২ প্রাইজ তাকে দিল কতজনা,
এইরূপ শিক্ষার বলে ছাদেকালী পানিতে ডুবত না।
বন্ধন খুলে দিলে ২ সঙ্গে লয়ে থানার উপরেতে,
দারোগা বাবু ডায়েরী লিখেন আসামী ধরিতে।
লিখে ডায়েরী যখন এল তখন জেকের মিয়া,
তখন চৌকিদার ও দফাদার আসামী লইয়া
চারিজন হাজির হল ২ দেখতে পেল জেকেরালী মিয়া,
ছোট ভাই তার ছাদেকালী থানাতে বসিয়া।
ভাইরে দেখতে পেয়ে ২ কাছে গিয়ে বুকে তুলে নেয়,
ভাই বলিয়া জেকেরালী কেঁদে আকুল হয়।
দুঃখ প্রকাশ করে ২ ভাইয়ের তরে জেকেরালী মিয়া,
সে যে আসামীকে দেয় চালান হাজতে রাখিয়া।
মামলা জজকোর্টে ২ লোকে ছুটে হাজারে হাজার,
দিল ময়না পাখী মামলার সাক্ষী শুনিতে চমৎকার।
পাখী সাক্ষী দিল ২ মামলা হল জজকোর্টের পরে,
মালামাল বহু পেল পচাই মাঝির ঘরে।
ঘটনা সত্যি হল ২ রায় লিখিল জজ সাহেব তখন,
পচাই মাঝির কারাদণ্ড হল আজীবন।
কবি ভেবে বলে ২ ধর্মের জোরে শুন হিন্দু মুসলমান,
কিরূপে হয় ধর্মের অধর্মের পতন॥

—নমস্কার বন্ধুগণ

আসুন যাবতীয় কবিতা ও জব এণ্ড প্রিন্টিংয়ের কাজ সুলভে
করা হয় একমাত্র টাউন প্রেস, ১৪এ, দমদম রোড কাল ৩০